## Class I/Indian social Institution And Polity/Semester VI

***1)*** শাসন কি***?***

*তালপত্র, ভূর্জপত্রাদিতে লিখিত রাজার নির্দেশ বা আদেশ সম্পর্কিত বিষয়কে আচার্যগণ শাসন নামে অভিহিত করেন।

***2)*** লেখর লেখকের মধ্যে কোন কোন গুণাবলী থাকতে হবে***?***

*শাসনের লেখক হবেন জানপদ, অভিজাত ইত্যাদি অমাত্যগুণে অন্বিত, সকল আচার বিষয়-এ অভিজ্ঞ, সত্বর বাক্য সৃষ্টিতে নিপুন,সুবোধ্য অক্ষরসমূহ লিখতে সুদক্ষ, এবং লেখপঠনে সক্ষম।

***3)*** লেখতে লেখককে কিসের উল্লেখ করতে হবে***?***

*লেখ কোন রাজার সম্পর্কে রচিত হোলে, তাতে সে রাজার দেশ, ঐশ্বর্য, বংশ, ও নামের উল্লেখ থাকবে এবং তা যদি অনীশ্বর অমাত্যাদি সম্পর্কে রচিত হয়, তাহলে তাতেও দেশ ও নামের সম্মান সহ উল্লেখ থাকবে।

***4)*** অর্থশাস্ত্রে লেখর কয়টি গুনের কথা বলা হয়েছে***?***

*অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে প্রত্যেক লেখ বা শাসনের ছয়টি গুণ থাকতে হবে।সেগুলি হল ১*)* অর্থক্রম ২*)* সম্বন্ধ, ৩*)* পরিপূর্ণতা, ৪*)* মাধুর্য, ৫*)* ঔদার্য, ৬*)* স্পষ্টত্ব।

***5)*** কৌটিল্য রাজলেখের কতপ্রকার বিভাগ করেছেন***?***

*শাসন বা রাজলেখ আট প্রকারের হতে পারে। যথা ১*)* প্রজ্ঞাপনা, ২*)* আজ্ঞা, ৩*)* পরিদান, ৪*)*পরিহার, ৫*)*নিসৃষ্টি, ৬*)* প্রাবৃত্তিক, ৭*)* প্রতিলেখ ও *8)* সর্বত্রগ।

***6)*** শাসনের বিষয়বস্তু কতপ্রকার***?***

শাসনের বিষয়বস্তু ত্রয়োদশ প্রকার হতে পারে, যেমন ১*)* নিন্দা ২*)* প্রশংসা, ৩*)* পৃচ্ছা, ৪*)* আখ্যান, ৫*)* অর্থনা, ৬*)* প্রত্যাখ্যান,৭*)* উপালম্ভ, *8)* প্রতিষেধ, ৯*)*চোদনা ১০*)* সান্ত্ব, ১১*)*অভ্যবপত্তি,১২*)* ভরতসনা ১৩*)* অনুনয়

***7)*** পরিপূর্ণতা কি***?***

*লেখে অর্থ,পদ ও অক্ষরের ন্যূনতা বা আধিক্য না থাকাই হল পরিপূর্ণতা।

***8)*** অর্থক্রম বলতে কি বোঝান হয়েছে***?***

- যথার্থ ভাবে বিষয়ের ক্রমরক্ষা। অর্থাৎ লেখের মধ্যে প্রথমে মুখ্য মুখ্য বিষয়ের উল্লেখ এবং পরে অপ্রধান বিষয়ের অবতারনা

***9)*** পদ কাকে বলে***?*** পদের প্রকার গুলি কি কি***?*** সেগুলির সংজ্ঞা দাও।

*লেখ হল বাক্যের সমষ্ঠি, বাক্য হল পদের সমষ্ঠি। বর্ণসমূহের সংঘাত বা সমবায়ের নাম পদ।পদ আবার চারপ্রকার, যথা- নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, ও নিপাত।

*যে পদ সত্ত্ববাচী অর্থাৎ জাতি, গুণ ও দ্রব্যবাচক তাকে বলে নাম।

* যে পদ ক্রিয়াবাচক এবং যা লিঙ্গবিশেষশূন্য তার নাম আখ্যাত।

* প্র, পরা, অপ,সম ইত্যাদি যে সকল পদ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াগত বিশিষ্ট অর্থ দ্যোতিত করে তাদের বলা হয় উপসর্গ।

* চ, বা, হ ইত্যাদি অব্যয়পদগুলোকে নিপাত বলা হয়

***10)*** কৌটিল্যমতে বর্ণ কতপ্রকার ***?***

*অক্ষরাদি বর্ণের সংখ্যা ত্রিষষ্ঠী *(৬৩)*।হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ভেদে স্বরবর্ণের সংখ্যা ২২,ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্পর্শবর্ণের সংখ্যা ২৫, অন্তঃস্থবর্ণের সংখ্যা ৪,অযোগবাহবর্ণের সংখ্যা ৪, উষ্মবর্ণের সংখ্যা ৪,যমাক্ষর এর সংখ্যা ৪।

***11)***নিসৃষ্টি লেখ কি এবং কত প্রকার***?***

*যে লেখতে কোন কার্যকারণ বিষয়ে নিসৃষ্টি অর্থাৎ কোন আপ্ত পুরুষের প্রামান্যের আখ্যান স্থাপিত হয় তাকে নিসৃষ্টি লেখ বলে। এই লেখ দ্বিবিধ যথা ১)বাচিক *(* বচন প্রামান্যবিষয়ক*)* ও নিসৃষ্টিক *(*ক্রিয়া প্রাধান্য বিষয়ক*)*।

***12)***উপায় কত প্রকার ও কি কি***?***

*চারপ্রকার উপায় – সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।

*সাম আবার পাঁচপ্রকার – ১*)*গুনসংকীর্তন, ২*)* সম্বন্ধোপাখ্যান, ৩*)*পরস্পরোপকার সন্দর্শন, ৪*)*আয়তিপ্রদর্শন, ও ৫*)* আত্মোপনিধান।

*ভেদ দুপ্রকার, যথা- ১*)*শত্রুর মনে শঙ্কার উৎপাদন এবং ২*)*ভীতি প্রদর্শন।

*দণ্ড তিনপ্রকার, যথা- ১*)*বধ বা হত্যা ,২*)*বন্ধন তাড়নাদি রূপ পীড়াদান , ও ৩*)*অর্থের অপহরণ।

***13)*** লেখর দোষ কয় প্রকার ও কি কি***?***

*শাসনে যেমন গুন থাকবে, তেমনই তাকে হতে হবে দোষমুক্ত।লেখের দোষ হল ৫ টি, যথা-অকান্তি, ব্যাঘাত, পুনরুক্ত, অপশব্দ ও সংপ্লব।

***14)***বাক্য কাকে বলে***?***

*যে পদসমূহের দ্বারা পূর্ণ বা নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে পুসমূহের নাম বাক্য।

***15)*** সমগ্র ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থটি কতগুলি অধিকরণে বিভক্ত***?*** ’শাসনাধিকার’ কোন অধিকরণের অন্তর্গত***?***

*পঞ্চদশ অধিকরণে বিভক্ত। ‘শাসনাধিকার’ অধ্যায়টি ‘অধ্যক্ষপ্রচার’ নামক দ্বিতীয় অধিকরণের অন্তর্গত।